অপুর অলীক ভীতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক মাস কাটিয়ে গিয়াছে । ভাদ্র মাস ।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল-কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু ? - চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি -বেরিও না যেন ।...

অপু শুনিয়াও শুনিল না--যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে--তবুও সে কি করিতে পারে ?-- এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল--বেরুলি বুঝি !--ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের । গরম গরম খাবি-আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম--ও অপু-উ-উ-

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল । অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে । নীলু বলিল--চল্ অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি ?

অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল । ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে । গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে । অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই— তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গন্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল ! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না । তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল । ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল । সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে— এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই -এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল —ও ভাই অপু !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. অপু খেলতে কার বাড়ি গেল ?
2. শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুয়ে অপু কার কাছে আতুরী বুড়ির গল্প শুনতো ?
   ক. দিদি খ. পিসি
   গ. মা ঘ. বাবা
3. আতুরী বুড়ির উঠোনে কোন গাছ ছিল ?
   ক. আম খ. বিলাতী আমড়া
   গ. জাম ঘ. কাঁঠাল

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল— কি রে নীলুদা ? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠনে গিয়া শেষ হইয়াছে-উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ । তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পুর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী ।

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী !... সন্ধ্যেবেলা কোথায় আসিয়া তাহার পড়িয়াছে ! কে না জানে যে ওই উঠনের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না ! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে— রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার

ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি ?

ঝাপসা দুষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া গেল— বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে...অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই তাহাদের— এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া !...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না ।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল । অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই— এখনই তাহার প্রাণ সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আতুরী বুড়ি অপু-নীলুকে কী দিতে চাইছিল ?
2. আতুরী বুড়ির কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপু কী করলো ?

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল । সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না— আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল— কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না ।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা ? মোরে ভয় কি ?... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধারে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতি এস—আমচুর দেবানি এস-

আমচুর !... ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি !... ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে-এ রকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে ।

এখন সে কি করে !... উপায় ?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল-ভয় কি ও মোর বাবারা ?

মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে ?

আর কি, সব শেষ ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু-রিল ! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত ! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহাকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল-সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো

না-আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে —

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ...বাড়ী, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই... কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রুর দৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ...আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক !...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভরে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল— নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে !...

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি— কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা ? খোকাডা কাদের ?

জেনে রাখো ঃ

অলীক	—	মিথ্যা, অসত্য	**সংকল্প**	—	স্থির করা কাজ
সড়ক	—	রাস্তা	**বিলম্ব**	—	দেরি
হিম	—	বরফ, ঠান্ডা	**মুই**	—	আমি
সাঙ্গ	—	শেষ	**সন্দে**	—	সন্ধ্যা
সুঁড়িপথ	—	সরুপথ	**দেবানি**	—	দেবো
আশঙ্কা	—	সন্দেহ	**আড়ষ্ট**	—	অসাড়
মরীয়া	—	বেপরোয়া	**সম্মুখ**	—	সামনে
আতঙ্ক	—	শংকা	**ধত্তিও**	—	ধরতেও
মাত্তি ও	—	মারতেও	**আর্তরব**	—	আকুল চিৎকার
আসন্ন	—	যা প্রায় এসে গেছে			

লেখক পরিচয় ঃ

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার বনগ্রাম মহকুমায় ব্যারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম । বি. এ. পাশ করে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন । তারপর বিহারের ভাগলপুরে

খেলাৎ ঘোষের জমিদারীতে চাকরি সূত্রে চলে আসেন । এখানেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' রচিত হয় । কিছুদিন পর বাংলাদেশে ফিরে এসে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন । শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় থেকেছেন ।

তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি রচনা করে গেছেন। প্রকৃতি তাঁর রচনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'কিন্নরদল', 'দেবযান', 'চাঁদের পাহাড়', প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্য একাডেমি তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছে । 'পথের পাঁচালী' ইংরেজি ও ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান । ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় ।

পাঠ পরিচয় ঃ

পাঠ্য অংশটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি অংশ বিশেষ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. 'অপুর অলীক ভীতি' পাঠটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসের অংশ ?
2. অপুর মা বিকেল বেলা কী করছিল ?
3. নীলু অপুকে কোথায় যেতে বললো ?
4. অপু - নীলু পথ হারিয়ে কার চালা ঘরের সামনে এসে পড়লো ?
5. অলীক ভীতি কী ছিল ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. অপুর মা কেন অপুকে বেরোতে মানা করছিল ?
7. মায়ের কথা না শুনবার ফলস্বরূপ কোন শাস্তি পেতে চলেছিল বলে অপুর মনে ধারণা হয়েছিল ?
8. আতুরী বুড়ি নীলুর সঙ্গে কী করবে বলে অপু ভাবছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. আতুরী বুড়ির সামনে পড়ে অপুর সে অবস্থা হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো ।
10. আতুরী বুড়ি সম্পর্কে কোন মিথ্যে কল্প কথা গ্রামে শিশুদের মনে ভয় সৃষ্টি করেছিল ? পাঠ অবলম্বনে লেখো ।
11. অপু - নীলুর ভয়ের কারণ আতুরী বুড়ি কেন বুঝতে পারছিল না ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. চলিত ভাষায় লেখো ঃ

যাহার	ডাকিয়া	ঘনাইয়া
হইতি ছিল	গিয়াছে	বলিল

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

পিসি	বুড়ি	রাণী
দিদি	খোকা	ভাই

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

রানী	আরষ্ট	বর্ন
মুর্তি	ফাকি	সন্ধা

4. আমাদের দেশে এখনও ডাইনী সন্দেহে কোনো মহিলাকে মেরে ফেলার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এই ভুল ধারণা আমাদের সমাজকে যে কতটা পঙ্গু করে রেখেছে, সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো ।

জেনে রাখো ঃ

ভাষার দুটি রূপ । একটি লেখার ভাষা সাধুভাষা, অপরটি মৌখিক বা চলিত ভাষা । আগে গদ্য সাহিত্যে কেবল সাধুভাষাই প্রচলিত ছিল । এখন চলিত ভাষায় লেখা হয় । সাধুভাষা নিয়মে বাঁধা কৃত্রিম ও তৎসম শব্দ প্রয়োগ হয় । চলিত ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষা, এইটি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক । কিন্তু একই বাক্যে সাধু ও চলিতভাষার সংমিশ্রণ কখনই করা উচিত নয়।

উদাহরণ —

সাধুভাষা	**চলিতভাষা**
তাহার, তাঁহার	তার, তাঁর
যাহারা, যাহাদিগের	যারা, যাদের
উহারা, উহাদের	ওরা, ওদের
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
দুগ্ধ,	দুধ
পিতা, মাতা	বাবা, মা